২৫। দিয়াবল ও শয়তান: নতুন নিয়ম

২৪ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি পুরাতন নিয়মে "দিয়াবল" ও "শয়তান" শব্দগুলো কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু নতুন নিয়মে এই শব্দগুলো একটু ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। নতুন নিয়মে শব্দগুলোর মূল অর্থের সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে রূপকভাবেও ব্যবহার করা হয়েছে। আসল অর্থ বুঝবার জন্য আপনাকে অবশ্যই যে পরিস্থিতিতে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তা পড়তে হবে।

মূল পাঠ: মথি ৪:১-১১

যীশুকে তখন কেবলমাত্র পবিত্র আত্মার শক্তি দেওয়া হয়েছে এবং তিনি কিভাবে সেই শক্তি ব্যবহার করবেন তা নিয়ে চিন্তা করছিলেন। নিজের প্রয়োজন মেটান, জনপ্রিয়তার আর ক্ষমতা লাভের জন্য সেই শক্তি ব্যবহার করতে যিশু মরু-প্রান্তরে প্রলোভিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এ সমস্ত প্রলোভনগুলো ঝেড়ে ফেলে এই শক্তি সঠিকভাবে ব্যবহার করববার জন্য আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে ঊঠলেন।

বাইবেলে বলা হয়েছে যে প্রলোভন "দিয়াবল" এবং "শয়তান" এর কাছ থেকে আসে।

১. যে তিনটি প্রলোভনের কথা বলা এখানে বলা হয়েছে সেগুলো কি কি এবং সেগুলো কেন যীশুর কাছে প্রলোভনের বিষয় ছিলো তা নিয়ে আলোচনা করুন। এ বিষয়গুলো কি আপনার কাছেও প্রলোভনের বিষয়?
২. কোন পাহাড় থেকে "পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য ও তাঁদের জাঁকজমক" দেখা সম্ভব (৮ পদ)?
৩. কার পক্ষে যীশুকে "পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য ও তাঁদের জাঁকজমক" দেওয়া সম্ভব ছিলো (৮-৯ পদ)
৪. এগুলো ছাড়া এই অংশতিতে আর কি এমন কিছু আছে যা থেকে বোঝা যায় যে এই অংশটি আসলে সম্পূর্ণভাবে আক্ষরিক নয়?
৫. "দিয়াবল" কে এখানে যীশুর নিজের চিন্তাগুলোর একটি প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে - এরকম একটি ধারণা ধরে নিয়ে আলোচনা করুন। এখানে যা বলা হয়েছে তার জন্য কি এই ধারনাটি এটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা?
৬. "তখন শয়তান তাকে ছেড়ে চলে গেল" কথাটির অর্থ কি (১১ পদ)?

পাপের উৎস

আমরা ১৬ এবং ১৭ অধ্যায়ে দেখেছি যে পাপ করার প্রলোভন আমাদের ভেতর থেকেই আসে। যাকোবে আমাদের বলা হয়েছে

> "মানুষের অন্তরের কামনাই মানুষকে পাপের দিকে টেনে নিয়ে যায়, এবং ফাঁদে ফেলে। তারপর কামনা পরিপূর্ণ হলে পর পাপের জন্ম হয়, আর পাপ পরিপূর্ণ হলে পর মৃত্যুর জন্ম হয়"। (যাকোব ১:১৪-১৫ পদ)।

একইভাবে প্রেরিত পৌলও বলেছেন:

> ". . . আমি নিজে এ সব করছি না কিন্তু আমার মধ্যে যে পাপ বাস করে সে-ই আমাকে দিয়ে তা করাচ্ছে . . . তাহলে আমার মধ্যে একটা নিয়মকে কাজ করতে দেখতে পাচ্ছি - সেই নিয়মটা হল - যা ভাল তা যখন আমি করতে চাই তখন মন্দ সব সময় আমার মধ্যে উপস্থিত হয়" (রোমীয় ৭: ১৭,২১ পদ)।

তাই আমাকে ভালো কিছু করা থেকে যা বাঁধা দেয় তাকে পৌল "আমার মধ্যে যে পাপ বাস করে সেই পাপ" বলে অভিহিত করেছেন।

যীশুও অন্য সকল মানুষের মতোই প্রলোভনে পড়েছিলেন, তবে তার সত্ত্বেও তিনি পাপ করে নি (ইব্রীয় ৪:১৫)। তাহলে আমাদের মতো তাঁর প্রলোভনও নিশ্চয়ই তাঁর ভেতর থেকেই এসেছিলো।

আমাদের পাপ করবার যে আকাঙ্ক্ষা রয়েছে তার একটি প্রতীক

নতুন নিয়মে, দিয়াবল ও শয়তান দুইটি শব্দকেই মানুষের পাপ অথবা পাপের যে প্রবণতা রয়েছে তার প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যীশুর মরু প্রান্তরের ঘটনাটিতে পাপকে এইভাবে প্রকাশ করবার বিষয়টি দেখা যায়। রোমীয় পুস্তকের যে অংশটি আগে দেখানো হয়েছে (৭: ১৭, ২১) সেখানে একই রকমের ভাব প্রকাশ করা হয়েছে। পৌল তার পাপ করবার যে প্রবণতা ছিল তাকে "আমার মধ্যে যে পাপ বাস করে" বলে অভিহিত করেছেন।

ইব্রীয়তে লেখা আছে যে যখন যীশু মারা যান তখন তিনি

> "যাতে মৃত্যুর ক্ষমতা যার হাতে আছে সেই শয়তানকে (দিয়াবল – ক্যারী বাইবেল) তিনি নিজ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শক্তিহীন করেন।" (ইব্রীয় ২:১৪)

এই কথাটিকে ইব্রীয় পুস্তকের একটু পরের একটি বাক্যের সঙ্গে তুলনা করে দেখুন:

> "কিন্তু সমস্ত যুগের শেষে তিনি একবারই প্রকাশিত হয়েছেন যেন নিজেকে উৎসর্গ করে তিনি পাপ দূর করতে পারেন।" (ইব্রীয় ৯:২৬)।

এই দুটো পদ আমাদের একই কথা বলে, আর তা হল: যীশুর মারা যাওয়ার মধ্য দিয়ে পাপের শক্তি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং আমরা তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ক্ষমা পেতে পারি। আমরা যদি শয়তানকে মানুষের পাপের প্রবণতার প্রতীক হিসেবে ধরে নিই তবেই কেবল প্রথম পদটির অর্থ অর্থ আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়।

এবারে আরো দুটো পদের তূলনা করুন:

> পাপ থেকে পাপীদের উদ্ধার করবার জন্যই খ্রীষ্ট যীশু জগতে এসেছিলেন। (১ তীম ১:১৫)

শয়তানের কাজকে ধ্বংস করবার জন্যই ঈশ্বরের পুত্র এ জগতে প্রকাশিত হয়েছিলেন। (১ যোহন ৩: ৮)
অথবা: ঈশ্বরের পুত্র এই জন্যই প্রকাশিতও হইলেন, যেন দিয়াবলের কার্য সকল লোপ পায়। (১ যোহন ৩: ৮; Old Bengali Version / ক্যারী বাইবেল)

এখানেও আমরা আবার দেখতে পাই যে এই পদগুলিতেও একই কথা বলা হচ্ছে। মানুষের পাপ করার যে প্রবণতা রয়েছে, দিয়াবল হল সেই প্রবনতার একটি প্রতীক, আর দিয়াবলের কাজ বলতে বুঝানো হয়েছে আমাদের পাপ কাজ। যখন আমরা পাপের ক্ষমা পাই তখন এই পাপ ধ্বংস হয়ে যায়, এবং তাই যখন পাপীরা মন পরিবর্তন করে তখন তারা রক্ষা পায়। (অনুবাদের টিকা: বাংলা Common Language বাইবেলে কোন কোন যায়গায় "দিয়াবল" শব্দটিকে "শয়তান" শব্দে অনুবাদ করা হয়েছে। পদগুলো সঠিকভাবে বোঝার জন্য ক্যারী (Old Bengali Version) বাইবেল থেকও এই অধ্যায় উল্লিখিত পদগুলো দেখুন।)

মিথ্যা দোষারক

নতুন নিয়মে "দিয়াবল" (বা বাংলা বাইবেলে কোন কোন সময় "শয়তান") শব্দটি গ্রীক ভাষার *ডায়াবলোস* শব্দ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে, যার আসল অর্থ হলো "মিথ্যা দোষারক"। কোন কোন সময় এটিকে অনুবাদ করা হয়েছে "দিয়াবল", আবার অন্যান্য জায়গায় এটি অনুবাদ করা হয়েছে "মিথ্যা দোষারক" বা "অপবাদক বা নিন্দাকারী"। আপনি কি বলতে পারেন নীচের পদগুলোতে কোন কোন শব্দ গ্রীক ভাষার ডায়াবলোস'এর অনুবাদ?

তেমনি করে বয়স্কা স্ত্রীলোকদের বলবে, তাদের চাল চলনে যেন ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি থাকে এবং তারা যেন ভাল শিক্ষা দেন। পরের নিন্দা করা বা মাতাল হওয়া তাঁদের উচিৎ নয়। (তীত ২: ৩)

ঠিক সেইভাবে তাঁদের স্ত্রীরাও যেন সম্মানের যোগ্যা হন। তাঁরা যেন অন্যের দূর্নাম করে না বেড়ান এবং নিজেদের দমনে রাখেন। সব বিষয়ে যেন তাঁদের বিশ্বাস করা যায়। (১ তীম ৩:১১)

যীশু যিহুদাকে বলেছিলেন "দিয়াবল":

"আমি কি তোমাদের বারোজনকে বেছে নিই নাই? আর তোমাদের মধ্যে একজন দিয়াবল আছে!" এখানে তিনি শিমোন ইষ্কারিয়োতের ছেলে যিহুদার কথা বলেছিলেন, কারণ সে-ই পরে যীশুকে ধরিয়ে দেবে যদিও সে সেই বারোজনের একজন ছিলো। (যোহন ৬: ৭০-৭১)

বিপক্ষ

পুরাতন নিয়মের মতো, নতুন নিয়মেও কখনো কখনো "শয়তান" বলতে বিপক্ষ বা বিরোধী বোঝানো হয়েছে। যেমন - পিতর যখন যীশুকে রাজী করাতে চেয়েছিলেন যে, যীশু যেন কোন ভাবেই মারা না যান তখন যীশু পিতরকে বলেছিলেন "শয়তান":

> তখন পিতর তাঁকে একপাশে নিয়ে গিয়ে অনুযোগ করে বললেন, "প্রভু, এ দূর হোক। আপনার উপর কখনও এমন হবে না।" যীশু ফিরে পিতরকে বললেন, "আমার কাছ থেকে দূর হও, শয়তান। তুমি আমার পথের বাধা। যা ঈশ্বরের তা তুমি ভাবছো না কিন্তু যা মানুষের তা-ই তুমি ভাবছ।" (মথি ১৬ : ২২-২৩)

প্রাসঙ্গিক কিছু পদ

বাইবেলের যে যে জায়গায় গ্রীকভাষার শব্দ "ডায়াবলোস" কে দিয়াবল হিসেবে অনুবাদ করা হয় নি

১ তীম ৩:১১; ২ তীম ৩:১-৩; তীত ২:৩

যে যে জায়গায় "দিয়াবল" শব্দটি দ্বারা একজন ব্যক্তি বা একটি দলকে বোঝানো হয়েছে

যোহন ৬:৭০-৭১; ১ পিতর ৫:৮; প্রকাশিত বাক্য ২:১০

যে যে জাযগায় "দিয়াবল" শব্দটি দ্বারা মানুষের পাপ করার প্রবণতাকে বোঝানো হয়েছে

মথি ৪:১-১১; মথি ১৩:৩৯; ২৫;৪১; লূক ৪:১-১৩; ৮:১২; যোহন ৮:৪৪, ১৩:২; প্রেরিত ১০:৩৮; ১৩:১০; ইফিষীয় ৪:২৭; ৬:১১; ১ তীম ৩;৬-৭; ২ তীম ২:২৬; ইব্রীয় ২:১৪; যাকোব ৪:৭; ১ যোহন ৩:৮।

যে যে জায়গায় "শয়তান" শব্দটি দ্বারা একজন ব্যক্তি বা একটি দলকে বোঝানো হয়েছে

মথি ১৬:২৩; মার্ক ৮:৩৩; রোমীয় ১৬:২০; ২ করি ১১:১৪; ১ থিষ ২;১৮; প্রকা ২:৯,১৩।

যে যে জায়গায় "শয়তান" শব্দটি দ্বারা মানুষের পাপ করার প্রবণতাকে বোঝানো হয়েছে

মথি ৪:১০; মার্ক ১:১৩; ৪:১৫; লূক ১০:১৮; প্রেরিত ৫:৩; ২৬:১৮; ১ করি ৭:৫; ১ তীম ৫:১৫; প্রকা ২০:২,৭।

কোন কোন বাইবেলের যেমন ইংরেজী King James Version"এ "devil/দিয়াবল" শব্দটাও ব্যবহার করা হয়েছে, আবার অন্যান্য সংস্করনে "demon/ভূত/মন্দ আত্মা" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ভূত/মন্দ-আত্তা সম্বন্ধে ২৩ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(অনুবাদের টিকা: বাংলা ভাষাতে এই বিষয়গুলো বোঝার জন্য বিভিন্ন অনুবাদের বাংলা বাইবেল মিলিয়ে দেখুন। সঠিক অনুবাদ পাওয়ার জন্য বিশেষ ভাবে ক্যারী বাইবেল থেকে পদগুলো দেখুন)

সারাংশ

১. পুরাতন নিয়মের মতো, কোন কোন সময়ে নতুন নিয়মেও, "শয়তান" বলতে বিপক্ষ বা প্রতিপক্ষকে বোঝানো হয়েছে।

২. নতুন নিয়মে দিয়াবল বলতে বোঝানো হয়েছে একজন মিথ্যা দোষারক বা অপবাদক।

৩. "শয়তান" ও "দিয়াবল" দুটো শব্দই মানুষের পাপ করার প্রবণতাকে বোঝানোর জন্য ব্যাবহার করা হয়েছে।

চিন্ততার উদ্দীপক:

১. আমাদের পাপ করার যে প্রবণতা রয়েছে, সেই প্রবনতাগুলকে "ব্যক্তিক রূপ" দিয়ে বাইবেলে "দিয়াবল" (বা বাংলা বাইবেলে কোন কোন সময়ে "শয়তান") বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আমাদের দেখানো হয়েছে যে শয়তান/দিয়াবল যেন কোন জীবন্ত প্রাণী বা ব্যাক্তি। বাইবেলে এরকম "ব্যক্তিক রূপ" দেওয়ার উধাহরন আপনি আর কোন কোন যায়গা থেকে খুজে পান? (আপনার চিন্তা বা আলোচনা শুর করবার জন্য এই উধাহরনগুল দেখুন: হিতো ৯:১; মথি ৬:২৪; যোহন ৮:৩৪; প্রকা ৬:৮; রোমীয় ৭: ১৪-২৫)।

২. আমাদের পাপ করার প্রবণতাকে বাইবেলে কেন জীবিত কোন কিছুর মতো (বা জীবিত সত্ত্বা হিসেবে) দেখানো হয়েছে?

৩. দিয়াবল/শয়তানকে আমাদের পাপ করার প্রবণতার প্রতীক ধরে নিয়ে প্রকাশিত বাক্য ২০:১-৩ পদের ব্যাখ্যা করুন।

৪. মথি ১৩:২৪-৩০ পদে শ্যামাঘাস (আর আগাছা নিড়ানোর) যে উপমা যীশু দিয়েছেন তা পড়ুন এবং মথি ১৩: ৩৬-৪৩ পদে তার ব্যাখ্যা দেখুন ।

ক. এখানে শয়তান (বা ক্যারী বাইবেলে "পাপাত্মার সন্তান" / "দিয়াবল") বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

খ. এখানে শ্যামাঘাস এবং গম বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?

গ. জমি বলতে কি বোঝানো হয়েছে ?

ঘ. কখন শ্যামাঘাস সরিয়ে ফেলা হবে ?

ঙ. শস্য বলতে কি বোঝানো হয়েছে ?

সহায়ক অনুসন্ধান

১। নীচের প্রশ্নগুলোর একটার বেশী সঠিক উত্তর থাকতে পারে। আপনার উত্তরগুল নিয়ে অন্য কারো সঙ্গে আলোচনা করুন:

ক. পাপ কোথা থেকে আসে?

ক. পৃথিবীর কোন মন্দ শক্তি থেকে?

খ. একটি শক্তিশালী কোন মন্দ সত্ত্বা থেকে?

গ. আমরা আমাদের পিতামাতাদের কাছ থেকে পাই?

ঘ. মানুষের চরিত্রের মধ্যে কোন মন্দ শক্তি থেকে?

খ. বাইবেলে "শয়তান" বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

ক. একটি শক্তিশালী মন্দ কোন কিছু?

খ. এদন বাগানের একটি সাপ?

গ. কোন বিপক্ষ বা কোন শত্রু

ঘ. আমাদের পাপ করার প্রবণতা ?

গ. বাইবেলে "দিয়াবল" বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

ক. একটি শক্তিশালী মন্দ কোন কিছু?

খ. এদন বাগানের সেই সাপ?

গ. আমাদের পাপ করার প্রবণতা?

ঘ. একজন মিথ্যা দোষারক?

২। প্রকাশিত বাক্য ২:৮-১১ পদে স্মূর্ণা মন্ডলীর কাছে লেখা চিঠিটি পড়ুন? এখানে কে শয়তান? কে দিয়াবল?

৩। পৌলের চিঠিতে তিনি কোন কোন লোককে "শয়তানের হাতে ছেড়ে দিয়েছি (বা "শয়তানের হস্তে সমর্পণ করিলাম") বলে উল্লেখ করেছেন। বাইবেলের যে যে যায়গায় এ রকম লেখা আছে সেগুলো খুজে বের করুন। এর দ্বার তিনি কি বুঝিয়েছেন বলে আপনার মনে হয়?

এই বিষয়ে আরো জানতে চাইলে নিচে উল্লিখিত বই/সূত্রগুলো অনুসন্ধান করুন:

- The devil: the great deceiver লেখক Peter Watkins (The Christadelphian কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭৬)। ১২৮ পৃষ্ঠা। দিয়াবল, শয়তান, ভূত-প্রেত ইত্যাদি সম্পর্কে বাইবেলের সকল মূল অংশগুল নিয়ে যত্নেপূর্বক বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
- The Christadelphians: what they believe and preach লেখক Harry Tennant (The Christadelphian কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৮৬), "Jesus and devil" শিরোনামে লেখা ১৬ অধ্যায়। ২০টি পৃষ্ঠা। আরও দেখুন - Appendix II
- Wrested scripture: লেখক Ron Abel (The Christadelphians, Pasadena কর্তৃক প্রকাশিত)। পবিত্র শাস্ত্রের যে সমস্ত অংশগুলোতে দিয়াবল ও শয়তানের বিষয় লেখা আছে কিন্তু প্রায়ই ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয় সেই সমস্ত অংশ নিয়ে ১৬৩ - ১৮৪ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে

আরও দেখুন

১৬। পরীক্ষা

১৭। পাপ

২৩। ভুত এবং মন্দাত্মা

২৪। দিয়াবল এবং শয়তান: পুরাতন নিয়ম